একক ৩৬ ❐ বাংলা কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ

গঠন

৩৬.১ উদ্দেশ্য

৩৬.২ প্রস্তাবনা

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, বিশ্লেষণের কৌশল

৩৬.৩.১ ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

৩৬.৩.২ ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ সরল পদ্ধতি

৩৬.৩.৩ তথ্য-তালিকার ছক ঃ সরল পদ্ধতি

৩৬.৪ সারাংশ

৩৬.৫ অনুশীলনী-১

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৬.৭ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৬.৭.১ আধুনিক কলাবৃত্ত

৩৬.৭.২ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ ব্রজবুলি কবিতায়

৩৬.৭.৩ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায়

৩৬.৮ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

৩৬.৯ অনুশীলনী-২

৩৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩৬.১১ উত্তরমালা

৩৬.১ উদ্দেশ্য

এই একটিতে ছন্দ-বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে, তা অনুসরণ করার অভ্যাস করলে—

- ছন্দবিচারের তত্ত্বকে যেকোনো বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করার বিজ্ঞানসম্মত কৌশল ক্রমশ আয়ত্ত হবে।
- ছন্দ-ব্যবহারে একজন কবি কতটা সফল বা ব্যর্থ, তা বিচার করার সামর্থ্য তৈরি হবে।
- ছন্দ-রচনায় একজন কবি চলতি প্রথার শাসন কতটা মান্য করলেন অথবা নতুন পথের কতটুকু সন্ধান দিলেন—তা পরিমাপ করা সম্ভব হবে।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাব্য-কবিতা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা গড়ে উঠবে।

৩৬.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক্রমশ কোন পথে কীভাবে এগিয়ে চলেছে, এর আগে পর ৩টি এককের পাঠ থেকে তার খানিকটা হদিস পেলেন। প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের দেখানো পথে চলতে চলতে বাংলা ছন্দের পরিভাষা রীতি আর ছন্দোবন্ধের পাঠ নেবার পর এতদিনে নিজের তৈরি পথে চলার সাহসও খানিকটা অর্জন করতে পেরেছে নিঃসন্দেহে। এ পর্যন্ত যা জানলেন, তার সবটাই তত্ত্ব। এবার সেই তত্ত্ব হাতে-কলমে প্রয়োগ করার পালা, যেকোনো একটি বাংলা কবিতার একটি স্তবক তুলে নিয়ে তার ছন্দ বিশ্লেষণ করতে বসার পালা। কবিতার নিহিত ভাবে বা বক্তব্যে আবেগ থাকতে পারে, কিন্তু ছন্দ-বিশ্লেষণে আবেগের স্থান নেই। এর পদ্ধতি নির্দিষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত। একটি নির্দিষ্ট ছক সামনে রেখেই তা করতে হয়। আসুন, আমরা ছন্দতত্ত্বকে প্রয়োগ করার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাই এই এককে। এককের মূলপাঠকে ৪টি অংশে ভাগ করে নিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণের কাজটি সম্পূর্ণ করা হচ্ছে—প্রথম অংশে ছন্দ-বিশ্লেষণের কৌশল, পরের ৩টি অংশে পরপর ৩-রীতির ছন্দ-বিশ্লেষণের কয়েকটি নমুনা। একই ছন্দরীতিতে লেখা কিছু স্তবকের এক-একটি গুচ্ছ এক-একটি অংশে রাখা হচ্ছে ছন্দ-বিশ্লেষণের জন্য। এর ফলে এক-একটি ছন্দরীতির বিশেষ চরিত্রটি পরপর আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে।

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণের কৌশল

ছন্দ-বিশ্লেষণ করার অর্থ আগেকার ৩টি একক থেকে অর্জন-করা তত্ত্বজ্ঞানকে কবিতার স্তবকে প্রয়োগ করা। এ কাজটি করার কৌশল ক্রমশ আয়ত্ত করে নেবেন অভ্যাস আর মনোযোগের সাহায্য। ছন্দ-বিশ্লেষণের মূলত ২টি ভাগ — প্রথমভাগে তৈরি করুন একটি ছন্দ-লিপি (অনেকটা গানের স্বরলিপির মতো), কবিতার স্তবকটিতে আবশ্যকমতো কয়েকটি সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দিয়ে ; দ্বিতীয়ভাগে তৈরি করুন তথ্য-তালিকার একটি ছক, ছকটি পূরণ করুন ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য পরপর ওপর থেকে নীচে সাজিয়ে। অর্থাৎ, ছন্দলিপির কাজ জরুরি তথ্যের যোগান দেওয়া, তথ্য-তালিকার ছকের কাজ সেই তথ্যগুলি থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা।

প্রথমে দেখুন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী পদ্ধতিতে ছন্দলিপি তৈরি করতেন। এরপর ভেবে নিন, আপনি নিজে কোন পদ্ধতিতে ছন্দ-লিপি তৈরি করবেন। পদ্ধতি স্থির হয়ে যাবার পর জেনে নিন, ছন্দলিপি তৈরির কাজটা করতে গিয়ে পরপর কীভাবে এগোবেন। ছন্দলিপি তৈরির কৌশল জানা হয়ে গেলে তথ্য-তালিকার ছক তৈরি এবং তা পূরণ করার পদ্ধতিটি বুঝে নিন।

৩৬.৩.১. ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

ছন্দলিপি-নির্মাণের অর্থ কবিতার স্তবকের গায়ে সংকেত চিহ্নের আঁচড় কেটে দেওয়া। সংকেত-চিহ্নের প্রধানত ৩ রকমের কাজ—যতিচিহ্নের কাজ যতি কোথায় পড়ছে তা দেখিয়ে দেওয়া, মাত্রাচিহ্নের কাজ প্রতিটি

দল বা অক্ষরের মাত্রা কটি তা জানিয়ে দেওয়া, আর প্রস্বর-চিহ্ন বা শ্বাসাঘাত-চিহ্নের কাজ কোন দলের ওপর প্রস্বর পড়ছে বা কোন অক্ষরের ওপর শ্বাসাঘাত পড়ছে তা নির্দেশ করা। এবারে নীচের ছকটিতে পরপর দেখুন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী ধরনের সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতেন—

ছান্দসিক	যতিচিহ্ন	মাত্রাচিহ্ন	প্রস্বর/শ্বাসাঘাত-চিহ্ন
প্রবোধচন্দ্র	পর্বযতি (।) পদযতি (।।)	২-মাত্রা (•), ২-মাত্রা (-)	প্রস্বর (/)
অমূল্যধন	অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (।।)	১-মাত্রা (০, ‿, /)	
		২-মাত্রা (।। , —, ঃ)	শ্বাসাঘাত (/)

নীচে পরপর ৪টি স্তবকের দৃষ্টান্ত মন দিয়ে লক্ষ করতে থাকুন। সহজেই বুঝে নিতে পারবেন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দ-লিপি নির্মাণের পদ্ধতি—বুঝে নেবেন কোথায় তাঁদের মিল, কোথায় গরমিল।

দৃষ্টান্ত-১. নানা ছাপের জমল্ শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো ;
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর।

সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দিয়ে প্রবোধচন্দ্র তৈরি করবেন এইরকম একটি ছন্দ-লিপি ঃ

ন্যা•না ছা• **পের্**। **র্জম্•ল•** **শি•শি** ।। ন্যা•না•মা•পের্। র্কউ•টো•হ•ল। র্জ• ড়ো ; = ৪+৪।।৪+৪+২

র্ব•**ছর্•**দে•**ড়েক্**। **র্চি•কিৎ•**সা•তে ।। **র্কর্•**লে•য•খন্। র্অস্•থি•জ•র। র্জ• র = ৪+৪।।৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের সংকেত-চিহ্ন অন্যরকম, তাঁর হাতে ছন্দ-লিপিটি হবে এইরকম ঃ

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
নানা ছার্পের। জর্ম্ল শিশি। নানা মার্পের্। **র্কউ** টো হল। জড়ো = ৪ + ৪ ।। ৪ + ৪ + ২

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
বর্ছর্ দের্ড়েক্। চির্কিৎসাতে। **র্করলে যর্খন্**। **র্অস্**থি জর। জর ।। = ৪ + ৪ ।। ৪ + ৪ + ২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (০, /) ; শ্বাসাঘাত (/)।

দৃষ্টান্ত-১. বনপথে প্রান্তরে লুণ্ঠিত করি
গৈরিক গোধূলির ম্লান উত্তরী।

সংকেত-চিহ্ন প্রয়োগের পর প্রবোধচন্দ্রের তৈরি ছন্দ-লিপিটি হবে অনেকটা

এইরকম   র্ব• ন• প• থে। প্রা-নর্ত• রে॥ লু-ন্‌ঠি• ত। র্ক• রি = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ২

গ-ইরি-ক্‌। গো• ধূ• লি-র্‌॥ ম্লা• ন• উ-ৎ ত• রী = ৪ + ৪ ॥ ৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্র (—), প্রস্বর (/)।

এর পাশে লক্ষ করুন অমূল্যধনের তৈরি ছন্দ-লিপিটি ঃ

০০০০	— ০০		— ০০	০ ০		
বনপথে	প্রানতরে	|	লুণ্‌ঠিত	করি	॥	= ৮ + ৬
— ০ ০	০ ০ ০ ০		০ ০	— ০০		
গাইরিক	গোধূলির্‌	|	ম্লান	উৎতরী	॥	= ৮ + ৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (০) ; ২ মাত্রা (—)।

দৃষ্টান্ত-৩. "রে সতি রে মতি" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন ততদিন না ছিল ক্লেশ।

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দলিপি ঃ

রে-স• তি। রে-স• তি ॥ কাঁ-দি• ল। প• শু• প• তি ॥ পা-গ• ল। শি-ব• প্র• ম• থে-শ্‌।
= ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৬

যো-গ• ম• গ• ন• হ• র ॥ তা-প• স। য• ত• দি-ন্‌ ॥ ত• ত• দি-ন্‌। না-ছি• ল। ক্লে-শ্‌ ॥
= ৮ ॥ ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ + ২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্যযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্রা (-) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের ছন্দলিপি ঃ

॥	০০	॥	০০	|	॥ ০০	০০০০	|	॥ ০০	০০	০০ ০ ০	॥	
রে	সতি	রে	**সতি**	|	কাঁদিল	পশুপতি	|	পাগল	শিব	প্রমথেশ্‌	॥	= ৮+৮+১০
॥ ০	০০০ ০০	|	॥ ০০	০০ ০ ০	|	০০ ০ ০	॥	০০	০ ০	॥		
যোগ	মগন হর	|	**তাপস**	যতদিন	|	ততদিন	না	ছিল	ক্লেশ্‌	॥	= ৮+৮+১০	

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; ১-মাত্রা (০) ; ২-মাত্রা (।।, ঃ)।

দৃষ্টান্ত-৪. নক্ষত্র-আলোক হতে সমুদ্রের তরঙ্গা অবধি,
বহে চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দলিপি ঃ

নর্ক্‌• খৎ• র । আ• **লো-ক্‌** হ• তে ।। র্স• **মুদ্‌•** রে-র । র্ত• **রঙ্‌•** গ• অ• ব• ধি, = ৮।।৪+৬

র্ব• হে• চ• **লে** । **এঁ-ক্‌ খা•** নি ।। র্প• রি• **পূর্‌•** ণ্‌ । যউ• ব• নে-র্‌ । র্ন-দী । = ৪+৪।।৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ পর্বযতি (।), পদযতি (।।) ; ১-মাত্রা (•) ; ২-মাত্রা (-) ; প্রস্বর (/)।

অমূল্যধনের ছন্দলিপি ঃ

		০			০		
‿	‿০	০	০	০ ০	০‿০	০‿ ০	০০০
নক্‌	খৎর	আলোক্‌		হতে	সমুদ্‌রের্‌	তরঙ্‌গ	**অবধি** = ৮ + ১০

		০				০	
০ ০	০ ০	০	০ ০	০০‿০	‿০ ০		০০
বহে	চলে	এক	খানি	পরিপূরণ্‌	যউবনের		**নদী** = ৮ + ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; ১-মাত্রা (০, ‿) ; ২-মাত্রা (ঃ)।

ওপরের ৪টি দৃষ্টান্ত থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দ-লিপি নির্মাণের পদ্ধতির মিল-গরমিল। দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন,

প্রবোধচন্দ্র ছন্দ-লিপি তৈরি করতে গিয়ে—

১. ছত্রের শেষে যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন না। পঙ্‌ক্তির মাঝখানে পর্ববিভাগ করেন পর্বযতি-চিহ্ন (।) দিয়ে, আর পদবিভাগ করেন পদযতি (।।) দিয়ে।

২. পর্বের শেষ দল ১-মাত্রার হলে মাত্রাচিহ্ন ব্যবহার করেন না। অর্থাৎ, শেষ দলে মাত্রাচিহ্ন না থাকলে ধরে নিতে হবে, দলটি ১-মাত্রার।

৩. পর্বের প্রথম দলে প্রস্বর-চিহ্ন (/) ব্যবহার করেন।

৪. যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন পাশাপাশি ২টি পর্বের মাঝখানে, মাত্রাচিহ্ন দেন দলের পাশে, (কেবল রুদ্ধদলের ২-মাত্রার চিহ্ন (-) দেন দলের মাঝখানে), প্রস্বর-চিহ্ন তোলেন দলের মাথায়।

আমূল্যধন ছন্দ-লিপি তৈরি করতে গিয়ে—

১. চরণের শেষে আঁকেন পূর্ণযতি-চিহ্ন (।।), চরণের মাঝখানে পর্ববিভাগ করেন অর্ধযতি-চিহ্ন (।) দিয়ে।

২. ১-মাত্রা বোঝাতে ৩-রকমের চিহ্ন প্রয়োগ করেন (০, ‿, /)। মাত্রাচিহ্ন (০) দেন স্বরান্ত অক্ষরে (হ্রস্ব উচ্চারণ হলে), মাত্রাচিহ্ন (‿) দেন শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে-থাকা হলন্ত অক্ষরে (হ্রস্ব উচ্চারণ হলে, তানপ্রধান রীতিতে), মাত্রাচিহ্ন (/) দেন শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরে (শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতিতে)।

৩. ২-মাত্রার বোঝাতেও ৩-রকমের চিহ্ন প্রয়োগ করেন (।।, —, ঃ)। (।।)-চিহ্ন দেন স্বরান্ত অক্ষরে (দীর্ঘ উচ্চারণ হলে), (—)-চিহ্ন দেন শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকা হলন্ত অক্ষরে (দীর্ঘ উচ্চারণ হলে, ধ্বনিপ্রধান রীতিতে), (ঃ)-চিহ্ন দেন শব্দের শেষে-থাকা হলন্ত অক্ষরে (ধ্বনিপ্রধান আর তানপ্রধান রীতিতে)।

৪. শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতিতে প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে রুদ্ধদলে হলন্ত অক্ষর না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে) শ্বাসঘাত-চিহ্ন (/) প্রয়োগ করেন।

৫. অর্ধযতি-চিহ্ন (।) প্রয়োগ করেন পাশাপাশি ২টি পর্বের মাঝখানে, মাত্রাচিহ্ন আর শ্বাসাঘাত-চিহ্ন দেন অক্ষরের মাথায়।

একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো। ছন্দ-লিপির যে-কটি নমুনা দেখানো হল, সেগুলি প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন হুবহু যা করতেন তার প্রতিরূপ নয়, যা করতে পারতেন, তার সম্ভাব্য রূপ। ছন্দ-লিপিকে খানিকটা সরল চেহারা দেবার জন্য প্রবোধচন্দ্রের উপপর্বযতি আর যতিলোপের চিহ্ন আর অমূল্যধনের পর্বাক্ষ-চিহ্ন সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। পর্বের প্রথম স্বরান্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাতের চিহ্ন অমূল্যধন সব ক্ষেত্রে দেন নি।

আর-একটি কথা। আগ্রহী শিক্ষার্থী যাঁরা, তাঁদের কথা ভেবে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে দেবার চেষ্টা এখানে করা হল। পছন্দমতো যেকোনো ১টি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা ছন্দলিপি তৈরি করতে পারবেন। তবে এই ২টি পদ্ধতির বাইরে আরও সহজ কোনো পদ্ধতি ভাবা যায় কিনা দেখা যায় ঃ

১. **যতিচিহ্ন** ঃ পর্বের শেষে কম থামা (অর্ধযতি) আর চরণের শেষে পুরো থামা (পূর্ণযতি)—অমূল্যধনের এই ২-রকমের থামার মাঝামাঝি আর-এক রকমের থামার (পদযতি) যে-তত্ত্ব প্রবোধচন্দ্র দিলেন, তা খুঁজে পাওয়া সব সময় সহজ নয়। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ছত্রশেষে যতিচিহ্ন নিষিদ্ধ থাকার কারণে পঙ্‌ক্তিযতির (১-পদের ছত্রশেষে পদযতির জায়গা বুঝে ওঠাও কখনো কখনো শক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে অমূল্যধনের তত্ত্ব মেনে নিয়ে পর্বশেষে অর্ধযতি (।) আর চরণশেষে পূর্ণযতির (।।) চিহ্ন প্রয়োগ করাই নিরাপদ।

২. **মাত্রাচিহ্ন** ঃ ১-মাত্রার জন্য ৩-রকমের চিহ্ন আর ২-মাত্রার জন্যও ৩-রকমের চিহ্ন—অমূল্যধনের এই প্রয়োগ প্রবোধচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। মাত্রাচিহ্ন আরও নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হতে পারে, যদি ১-মাত্রা বোঝাতে ১, আর ২-মাত্রা বোঝাতে ২ ব্যবহার করি। ছন্দলিপি তৈরির ক্ষেত্রে কাল্পনিক সংকেত-চিহ্নের বদলে এই অঙ্কদুটির ব্যবহার কোনো কোনো ছন্দভাবুক এর আগেও করেছেন, সম্প্রতি অধ্যাপক পবিত্র সরকারও করলেন।

৩. **প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন** ঃ যে কোনো রীতির ছন্দেই প্রতি পর্বের প্রথম দলে প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-প্রয়োগ, আর কেবলমাত্র শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেই প্রতি পর্বে অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-প্রয়োগ—এই ২টি ক্ষেত্রেই ভাবুক-মহলে বিতর্ক রয়েছে। অতএব, বিতর্ক এড়িয়ে প্রস্বর-চিহ্ন বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন ছন্দলিপি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই সংগত বলে আমরা মনে করি।

এই ৩-দফা ভাবনার ওপর নির্ভর করে আগের ৪টি দৃষ্টান্তের ছন্দলিপি বদলে দেওয়া যাক ঃ

দৃষ্টান্ত-১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
নানা ছাপের্ | জম্‌ল শিশি | নানা মাপের্ | কৌটো হল | জড়ো || = ৪+৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
বছর্ দেড়েক্ | চিকিৎসাতে | কর্‌লে যখন্ | অস্‌থি জর | জর || = ৪+৪+৪+৪+২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
বনপথে প্রান্‌তরে | লুণ্‌ঠিত করি || = ৮+৬

২ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ ||
গৈরিক্ গোধূলির | ম্লান উৎতরী || = ৮+৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-৩ ২ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
রে সতি রে **সতি** | কাঁদিল পশুপতি | পাগল শিব প্রমথেশ্ || = ৮+৮+১০

২ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ||
যোগ মগন হর | **তাপস** যতদিন্ | ততদিন্ না ছিল ক্লেশ্ || = ৮+৮+১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

দৃষ্টান্ত-৪ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
নক্‌খৎর আলোক্ হতে | সমুদ্‌রের্ তরঙ্‌গ **অবধি** || = ৮ + ১০

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ||
বহে চলে এক্ খানি | পরিপূরণ্ যৌবনের্ **নদী** || = ৮ + ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

নিশ্চয় লক্ষ করছেন, প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের দেখানো পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি অনেকখানি সহজ সরল।

৩৬.৩.২ ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ সরল পদ্ধতি

ধরা যাক্, ছন্দলিপি তৈরি করতে হবে নীচের স্তবকটির—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম র- নবরে-র মালে।

প্রথম কাজ, উচ্চারণ অনুসারে বানান তৈরি করে দল বা অক্ষরগুলি পর পর সাজানো, সেইসঙ্গে ছেদ-চিহ্ন তুলে দেওয়া। স্তবকটির চেহারা তখন এইরকম হবে—

আমি যদি জন্ম নিতেম্ কালিদাসের্ কালে
দইবে হতেম্ দশম্ রত্ন নবরত্নের্ মালে

দ্বিতীয় কাজ, ঠিক ঠিক জায়গায় যতিচিহ্ন বসানো—অর্ধযতি (।) আর পূর্ণযতি (।।)। প্রথম ছত্রটি আমরা কীভাবে পড়ব ? আমি, যদি, জন্ম, নিতেম, কালিদাসের্, কালে—এইভাবে প্রতিটি শব্দের পর থেমে থেমে পড়ব না। আমি যদি জন্ম, নিতেম্ কালিদাসের্, কালে—এভাবেও না। সঠিক পড়া হবে এইভাবে—আমি যদি, জন্ম নিতেম্, কালিদাসের, কালে—এই ৪টি ভাগে ছত্রটিকে ভাগ করে। প্রথমে থামব 'আমি যদি'-র পর, এটা ঠিক করতে পারলেই পরে কোথায় থামব, সে জায়গাগুলি পর পর খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ, কবিতার একটি ছত্র পড়তে গিয়ে সমান সমান দূরত্বে থামাটাই ছন্দের শৃঙ্খলা। 'আমি যদি'-র পর সমান মাপের টুকরো 'জন্ম নিতেম্' 'কালিদাসের' পর পর জিহ্বাকে একটুখানি করে থামায়। এই একটুখানি থামার জায়গাতেই অর্ধযতি পড়ে। আর, 'কালে'-শব্দটি উচ্চারণের পর জিহ্বা পুরোপুরি থামে। এই পুরোপুরি থামার জায়গাতে পড়ে পূর্ণযতি। একই নিয়মে অর্ধযতি আর পূর্ণযতি পড়বে দ্বিতীয় ছত্রেও। যতিচিহ্ন দেবার পর ছত্রদুটি এইরকম দেখাবে—

আমি যদি । জন্ম নিতেম্ । কালিদাসের্ । কালে ।।
দইবে হতেম্ । দশম্ রত্ন । নবরত্নের্ । মালে ।।

পূর্ণযতির চিহ্ন (।।) দেখিয়ে দিচ্ছে, এক-একটি ছত্র আসলে এক-একটি চরণ। আর, প্রতিটি চরণ ৪টি করে টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছে ৪টি করে যতিচিহ্নের আঘাতে। এক-একটি টুকরো এখানে এক-একটি পর্ব—অর্থাৎ, প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব। উচ্চারণেই বোঝা যায়, প্রথম ৩টি পর্ব সমান মাপের, শেষপর্ব ছোটো। এই মাপটা সঠিক বুঝবেন মাত্রাচিহ্ন দেবার পর।

তৃতীয় কাজ, ঠিক ঠিক চিনে নেওয়া—কোনটা মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর, আর কোনটা রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর। ২-রকমের দল বা অক্ষরকে আলাদা করার জন্য রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের নীচে দাগ দিয়ে রাখুন। ছাপায় অবশ্য রুদ্ধদলকে মোটা হরফে দেখানো হচ্ছে—

আমি যদি । **জন্**ম নি**তেম্** । কালিদা**সের্** । কালে ।।
দইবে হ**তেম্** । দ**শম্** র**ত্ন** । নব**রত্নের্** । মালে ।।

লক্ষ করুন প্রথম চরণে আ মি য দি ম নি কা লি দা কা লে — **মুক্ত**দল বা স্বরান্ত অক্ষর, জন্ তেম্ সের্ — রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর ; দ্বিতীয় চরণে বে হ দ ন ন ব মা লে — **মুক্ত**দল বা স্বরান্ত অক্ষর, দই তেম্ শম্, রত্ রত্নের্ — রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর।

চতুর্থ কাজ, দলের (বা অক্ষরের) মাপ বা মাত্রা ঠিক করা। মনে রাখবেন, ছন্দ বুঝতে সাহায্য করে কান, বিভ্রান্ত করে চোখ। চোখ বর্ণ-হরফ-বানান দেখে, কান দল বা অক্ষরের উচ্চারণ শোনে। আমরা মানব কানের সাক্ষ্য, কান শুনবে দল বা অক্ষরের ঠিক ঠিক উচ্চারণ। উচ্চারণ শুনে কান-ই জানিয়ে দেবে, কোন দলে (বা অক্ষরে) কত মাত্রা। একথা জানেন—মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর) ১ বা ২-মাত্রার। অর্থাৎ মুক্তদল নিয়ে সমস্যা নেই, ভাবনা কেবল রুদ্ধদল নিয়ে। বুঝতে হবে এইক্ষেত্রে রুদ্ধদলের মাত্রা ১ বা ২। এবার দেখুন, প্রথম চরণের প্রথম পর্বে (আমি যদি) ৪টি দলই (বা অক্ষর) মুক্ত (বা স্বরান্ত),—তাহলে, প্রতিটি দলের ১-মাত্রা হিসেবে পর্বের মাপ ৪-মাত্রা। উচ্চারণ থেকে আগেই জেনেছেন, চরণের প্রথম ৩টি পর্ব সমান মাপের। অথচ, প্রথম পর্বের ৪-মাত্রা নির্দিষ্ট। অতএব, পরের ২টি পর্ব 'জন্‌ম নিতেম্' ৪-মাত্রার 'কালিদাসের্'- ও ৪-মাত্রার। 'জন্‌ম নিতেম্' ৪-মাত্রার মধ্যে ২টি মুক্তদলে (জ, নি) নির্দিষ্ট ২-মাত্রা, তাহলে বাকি ২টি রুদ্ধদলেও (জন্‌, তেম্) ২-মাত্রাই বরাদ্দ হবে। এর অর্থ, প্রতিটি রুদ্ধদলেও ১-মাত্রা। এই হিসেবে 'কালিদাসের্'-পর্বেও ৩টি মুক্তদলের (কা, লি, দা) ৩-মাত্রা আর ১-টি রুদ্ধদলে (সের্) ১-মাত্রা—এই নিয়ে ৪-মাত্রা। দ্বিতীয় চরণেও দলের মাত্রা একই নিয়মে হবে। অতএব, এ স্তবকের প্রতিটি দলের (মুক্ত হোক, রুদ্ধ হোক) ১-মাত্রা। মাত্রা-বসানোর পর স্তবকটি হবে এইরকম—

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	= ৪+৪+৪+২
আমি	যদি	জন্‌ম	নি**তেম্**	কালিদা**সের্**	কালে	

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	= ৪+৪+৪+২
দইবে	**হতেম্**	**দশম্**	**রত্‌ন**	নব**রত্‌নের্**	মালে	

পঞ্চম কাজ, প্রতি পর্বে কটি মাত্রা, প্রতি চরণে কটি পর্ব—এগুলি ঠিক ঠিক বুঝে নিয়ে প্রতি চরণের ডানদিকে পরপর অঙ্কগুলি লিখে ফেলা। ওপরে তাকিয়ে দেখুন, স্তবকটির প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব, প্রথম ৩টি পর্বে ৪টি করে মাত্রা, শেষপর্বে ২টি মাত্রা। অতএব, প্রতি চরণের ডানদিকের অঙ্কপাত ৪+৪+৪+২। লক্ষ করুন, ২টি চরণের পর্বগুলি পরপর ওপরে-নীচে সমান সমান। বেশির ভাগ স্তবকে সমান সমান পর্ব এভাবেই সাজানো থাকে (পাশাপাশি অনেকটা, ওপরের নীচে পুরোটাই)।

ষষ্ঠ বা সবশেষের কাজ, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া। এ পরিচয় প্রায় নির্দিষ্ট—অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।), মাত্রা (১), অথবা মাত্রা (১, ২)। যে স্তবকে প্রতিটি দল ১-মাত্রার, (যেমন, আলোচ্য স্তবকে), সেখানে মাত্রা (১) ; যে স্তবকে কোনো দল ১-মাত্রার কোনো দল ২-মাত্রার, সেখানে মাত্রা (১, ২)।

এই ৬-দফা কাজ পরপর করে গেলেই তৈরি হবে একটি স্তবকের ছন্দ-লিপি।

৩৬.৩.৩. ঃ তথ্যতালিকার ছক ঃ সরল পদ্ধতি

ছন্দলিপি তৈরির কৌশলটা জানালেন। এটা অবশ্য অভ্যাসে মনোযোগে তা আয়ত্ত করার বিষয়। এখন জেনে নিন ছন্দলিপি থেকে জরুরি তথ্য বের করে নিয়ে সেগুলি পর সাজিয়ে রাখার কৌশল। এর জন্য তৈরি করুন এমন একটি ছক, যা পূরণ এ করা যাবে মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব চরণ স্তবক ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়ে। সব তথ্যই খুঁজে নিতে হবে ছন্দলিপি থেকে। এই ৬টি তথ্যের তালিকা তৈরির শেষে ছন্দের দিক থেকে স্তবকের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে।

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ৩-রকমের, এক-এক ছন্দরীতিতে মাত্রারীতি বা মাত্রাগোনার রীতিও এক-এক রকমের। অতএব, মাত্রারীতি থেকেই বেরিয়ে আসবে ছন্দরীতি। ৩-রীতিতেই মুক্তদলের ১-মাত্রা কিন্তু, রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত (বা শ্বাস-ঘাতপ্রধান) রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্তে (বা ধ্বনিপ্রধানে), শব্দের প্রথমে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রা আর শেষে থাকলে ২-মাত্রা হয় মিশ্রবৃত্তে (বা তানপ্রধানে)। অতএব, রুদ্ধদলের মাত্রা দেখেই বুঝে নেওয়া যাবে ছন্দরীতি। অর্থাৎ, ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে যদি দেখি, প্রতিটি রুদ্ধদলেই ১-মাত্রা, তবে অবশ্যই বুঝব স্তবকটির ছন্দরীতি দলবৃত্ত। যখন প্রতিটি রুদ্ধদলই ২-মাত্রার, তখন ছন্দরীতি নিঃসন্দেহে কলাবৃত্ত। আর, রুদ্ধদল শব্দের প্রথমে-মাঝখানে ১-মাত্রার শব্দশেষে ২-মাত্রার হলে ছন্দরীতি হবে মিশ্রবৃত্ত। কোন দলের কত মাত্রা, ছন্দলিপিতে দলের মাথার মাত্রাচিহ্নই তো তা জানিয়ে দিচ্ছে। বাকি সব তথ্যই জানা যাবে ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আমি যদি জন্ম নিতেম .....' স্তবকটির ছন্দলিপি আর-একবার সামনে রাখুন, লক্ষ করুন—কীভাবে তৈরি হয় তথ্য-তালিকার ছক, এরপর ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে কীভাবে পূরণ করা হয় ওই ছকটি।

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	
আমি	যদি	জন্ম	নিতেম্	কালিদাসের্	কালে	= ৪+৪+৪+২ = ১৪

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১	
দইবে	হতেম্	দশম্	রত্ন	নবরত্নের্	মালে	= ৪+৪+৪+২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+২) চরণশেষে মিল (কালে-মালে)।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. মুক্ত দল (স্বরান্ত) ৩ বটেই, এমনকী প্রতিটি রুদ্ধদলেরও (হলন্ত), এখানে হ্রস্ব উচ্চারণ।

২. অমূল্যধনের বিচারে শ্বাসাঘাত থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে, আর কোনো কোনো স্বরান্ত অক্ষরে (আ কা মা)—যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই।

'আমি যদি জন্ম নিতেম. . . . . .' স্তবকটির ছন্দ-বিশ্লেষণের পুরো চেহারা এইটুকুই। এর প্রথম ভাগে ছন্দ-লিপি, দ্বিতীয় ভাগে পূরণ-করা তথ্য-তালিকা ছক। ছন্দ-বিশ্লেষণের এ পদ্ধতি প্রবোধচন্দ্র-অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে আলাদা, অথবা এঁদের দেখানো পথ ধরেই তৈরি-করা সবার পক্ষে ব্যবহারযোগ্য সরল একটি পদ্ধতি। তবে, প্রবোধচন্দ্রের দল-দলবৃত্ত-কলাবৃত্তি-মিশ্রবৃত্তের পাশাপাশি থাকবে অমূল্যধনের অক্ষর-শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান-তানপ্রধান। কারণ, অর্থের দিক থেকে এগুলি এক। কিন্তু, 'পঙ্‌ক্তি' থাকবে না 'চরণে'র পাশে, অর্থে একটি পরিভাষা ভিন্ন বলে। থাকলে বিভ্রান্তি তৈরি হত।

৩৬.৪ সারাংশ

ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি ঃ

ছন্দ-বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ ছন্দলিপি-নির্মাণ—কবিতার স্তবকে সংকেত-চিহ্ন জুড়ে দেওয়া। প্রবোধচন্দ্র-অমূল্যধন দুজনেই ৩-রকমের সংকেত-চিহ্ন প্রয়োগ করতেন—যতিচিহ্ন, মাত্রাচিহ্ন আর প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন। প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি-শেষে যতিচিহ্ন থাকে না, পঙ্‌ক্তির মাঝখানে পর্বযতি (।) আর পদযতি (।।)। অমূল্যধনের অবশ্য চরণ-শেষে পূর্ণযতি (।।), চরণের মাঝখানে পর্ববিভাগ দেখানোর জন্য অর্ধযতি (।)। প্রবোধচন্দ্রের পর্বশেষের দল ছাড়া অন্য দলের পাশে ১-মাত্রাচিহ্ন (.), মুক্তদলের পাশে আর রুদ্ধদলের মাঝখানে ২-মাত্রাচিহ্ন (–)। অমূল্যধনের মাত্রাচিহ্ন অক্ষরের (দল) মাথায়—১-মাত্রাচিহ্ন ৩-রকমের (০,/,‿), ২-মাত্রাচিহ্নও ৩-রকমের (॥, —, ঃ)। প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-চিহ্ন (/) প্রতি পর্বের প্রথম দলের মাথায়। অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-চিহ্ন (/) প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদল), না থাকলে স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদল)।

দুজনের পদ্ধতিই কমবেশি জটিল। সরল পদ্ধতি এ রকম হতে পাবে—যতিচিহ্ন কেবল পর্বশেষে (।) আর চরণ-শেষে (।।), মাত্রাচিহ্ন কেবল ১ আর ২ (দল বা অক্ষরের মাথায়), প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-চিহ্ন থাকবে না।

ছন্দলিপি-নির্মাণের ক্রম ঃ

প্রথম কাজ, স্তবক থেকে ছেদচিহ্ন তুলে দেওয়া আর উচ্চারণ অনুসারে বানান তৈরি করে দল বা অক্ষর পর পর সাজানো। দ্বিতীয় কাজ, এক-একটি ছত্র পড়ে পড়ে থামার জায়গা খুঁজে কম-থামার জায়গায় অর্ধযতিচিহ্ন

(।) আর পুরো-থামার জায়গায় পূর্ণযতিচিহ্ন (।।) বসানো। তৃতীয় কাজ, কোনটা মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষর) আর কোনটা রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষর)—তা চিনে নেওয়া। চতুর্থ কাজ, কোন দলে (অক্ষর), কত মাত্রা তা দলের উচ্চারণ শুনে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া এবং দলের মাথায় ১ বা ২ বসিয়ে দেওয়া। পঞ্চম কাজ, প্রতি পর্বে কত মাত্রা আর প্রতি চরণে কটি পর্ব তা প্রতি চরণের ডানদিকে (।।-চিহ্নের পাশে) লিখে ফেলা। ষষ্ঠ বা সবশেষের কাজ, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় স্তবকের নীচে জানিয়ে দেওয়া। তৈরি হবে ছন্দলিপি।

তথ্য-তালিকার ঃ

ছন্দ-বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধাপ তথ্য-তালিকা তৈরি—ছক তৈরি করে ছন্দলিপি থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে তা পূরণ করা। এতে থাকবে মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব, চরণ, ছন্দোবন্ধ আর উল্লেখ করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য—এসব নিয়ে স্তবকটির ছন্দ-পরিচয়। দলের মাথায় বসানো অঙ্ক থেকে বোঝা যাবে মাত্রারীতি। মাত্রারীতি থেকে, বিশেষ করে রুদ্ধদলের মাত্রা থেকে ধরা পড়বে ছন্দরীতি। আর, অন্য সব তথ্য জানা যাবে সরাসরি ছন্দলিপির দিকে তাকিয়ে।

ছন্দ-বিশ্লেষণের এই সরল পদ্ধতিতে থাকবে প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষা দল-দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্তের পাশাপাশি অমূল্যধনের অক্ষর-শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান-তানপ্রধান। থাকবে না প্রবোধচন্দ্রের পদ-পঙ্‌ক্তি-পদযতি-প্রস্বর, অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত, অথবা এমন কোনো পরিভাষার উল্লেখ—যা পদ্ধতিকে বিতর্কিত বা জটিল করে তুলতে পারে।

৩৬.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) 'ছন্দ-বিশ্লেষণ' বলতে কী বোঝায়, লিখুন।

(খ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কী ধরনের সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতেন, লিখুন এবং একই স্তবকে তা ব্যবহার করে যতটুকু সম্ভব দেখিয়ে দিন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র তার অমূল্যধনের পদ্ধতিতে ছন্দ-বিশ্লেষণ করার অসুবিধা কী কী, বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) সরল পদ্ধতিতে প্রবোধচন্দ্র তার অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে ছন্দলিপি নির্মাণের কী কী সূত্র নেওয়া হল, কী কী ছেড়ে দেওয়া হল, লিখুন।

(ঙ) সরল পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে কীভাবে এগিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করা যায়, সংক্ষেপে জানান।

২. (ক) কোনটি কী চিহ্ন লিখুন (।), (-), (/), (ঃ)।

(খ) উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখুন—

(i) দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

(ii) জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে

(iii) অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-নিনাদ

(গ) ছন্দরীতি কী হবে লিখুন—

(i) যখন প্রতিটি দলই ১-মাত্রার।

(ii) যখন প্রতিটি দীর্ঘ মুক্তদলই ২-মাত্রার।

(iii) যখন কেবল শব্দের শেষে থাকা রুদ্ধদল ১-মাত্রার।

(iv) যখন প্রতিটি রুদ্ধদলই ২-মাত্রার।

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

স্তবক-১

১	১ ১ ১	১ ১	১ ১		
মেঘ্	মুলুকে	ঝাপ্‌সা	রাতে	॥	= ৪ + ৪ = ৮
১	১ ১ ১	১ ১ ১ ১			
রাম	ধনুকের্	আব্‌ছায়াতে		॥	= ৪ + ৪ = ৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি পর্ব (৪+৪),
চরণশেষে মিল (রাতে-য়াতে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে শ্বাসাঘাত) পড়ছে।

স্তবক-২

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১	
আতা	গাছে	তোতা	পাখি	ডালিম	গাছে	মউ ॥	= ৪ + ৪ + ১ = ৯

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
এত ডাকি | তবু কথা | কওনা কেন | বউ || = ৪ + ৪ + ১ = ৯

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৩টি পর্ব (৪+৪+১), চরণশেষে মিল (মউ-বউ)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বের ৯-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল (হলন্ত) নেই এমন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ে।

স্তবক-৩

১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
বিষ্‌টি পড়ে | টাপুর্‌ টুপুর্‌ | নদেয়্‌ এল | **বান্‌** || = ৪ + ৪ + ৪ + ১ = ১৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ||
শিব্‌ ঠাকু**রের্‌** বিয়ে | হল | **তিন্‌ কন্‌নে** | **দান্‌** || = ৪ + ৪ + ৪ + ১ = ১৩

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+১), চরণশেষে মিল (বান্‌-দান্‌)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৩-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) আর হলন্ত নেই বলে 'বিয়ে হল' পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. রুদ্ধদল 'তিন্‌'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ বলে ২-মাত্রা।

স্তবক-৪

১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
যাবই আমি | যাবই ওগো | বাণিজজেতে | যাবই || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
লক্‌খীরে হা | রাবই যদি | অলক্‌খীরে | পাবই || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (যাবই-পাবই)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'হারাবই' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
ঘরেতে দু | **রন্**ত ছেলে | করে দাপা | দাপি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
বাইরেতে **মেঘ্** | ডেকে ওঠে | **সৃষ্টি** ওঠে | কাঁপি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪-টি পর্ব (৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (দাপি-কাঁপি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার (প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) আর হলন্ত-হীন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ঘ, রে, দা, কে কাঁ শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'দুরন্ত' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৬

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
চার্দিকে **নীল্** | সাগর্ ডাকে | **অন্ধ**কারে | শুনি || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
ওইখানেতে | আলোক্স্তম্ভ | **দাঁড়িয়ে** আছে | **ঢের্** || = ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
একটি দুটি | তারার্ সাথে | **তার্পরেতে** | **অনেকগুলো** | **তারা** || = ৪+৪+৪+২=১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৪ + ৪ + ৪ + ২), তৃতীয় চরণে ৫টি করে পর্ব (৪ + ৪ + ৪ + ২) চরণশেষে মিল নেই।

স্তবক ঃ ২টি ৪-পর্বের ১৪-মাত্রার ১টি ৫-পর্বের ১৮ মাত্রার।

ছন্দোবন্ধ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ৮ + ৬ মাত্রার অমিল ছোটো পয়ারের, তৃতীয় চরণ ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের (প্রবোধচন্দ্রের বিচারে)।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. 'ঢের' রুদ্ধদল দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রার হয়েছে।

২. অমূল্যধনের বিচারে রুদ্ধদলে শ্বাসাঘাত পড়ে। তবে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে এ রকম 'সৃজিত ভাবধর্মী দলবৃত্তে' শ্বাসাঘাত দেওয়া অনুচিত।

স্তবক-৭ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
ভবের্ গাছে | বেঁধে দিয়ে (মা) | পাক্ দিতেছ | অবিরত ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
(তুমি) কি দোষে ক | রিলে আমায়্ | ছটা কলুর্ | অনুগত ||

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪-টি কবে পর্ব (৪+৪+৪+৪), চরণশেষে মিল (রত-গত)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৬-মাত্রার ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে প্রতি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), হলন্তহীন পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ছে।

২. প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্বের শেষে 'মা', আর দ্বিতীয় চরণের শুরুতে 'তুমি'—এই ২টি অতিপর্ব রয়েছে।

৩. অর্ধযতির আঘাতে 'করিলে' শব্দটি ভেঙেছে।

স্তবক-৮ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৪+২= ১৮
বন্‌ধু সবুর্ | কাঠ্‌গড়াটার | ঝাড়্‌ছ কেন | ধুলো মনের্ | ভুলে ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৪+২ = ১৮
কাঠ্‌গড়াতে | যারা দাঁড়ায় | অশুচি তো | নয়্‌কো তারা | মূলে ||

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৫-টি করে পর্ব (৪+৪+৪+৪+২), চরণশেষে মিল (ভুলে-মূলে)।

স্তবক ঃ ৫-পর্বের ১৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রতি পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) অমূল্যধনের বিচারে শ্বাসাঘাত পড়ছে।

স্তবক-৯ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৩ = ১৫
দিনের্ শেষে ঘুমের্ দেশে | ঘোম্‌টা পরা | ওই ছায়া ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
ভুলাল রে | ভুলাল মোর্ | প্রাণ || = ৪+৪+১ = ৯

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ || = ৪+৪+৪+৩ = ১৫
ওপারেতে সোনার্ কূলে | আঁধার্ মূলে | কোন্ মায়া ||

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
গেলে গেল | কাজ্ ভাঙানো | গান্ || = ৪+৪+১ = ৯

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি-তৃতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৪+৪+৪+৩), চরণশেষে মিল (ছায়া-মায়া), দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৪+৪+১), চরণশেষে মিল (প্রাণ্-গান্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৫-মাত্রার সমিল প্রথম-তৃতীয় চরণ, আর ৩-পর্বের ৯-মাত্রার সমিল দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ ঃ এই ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে পর্বের রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে), রুদ্ধদল না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) শ্বাসাঘাত পড়ে।

স্তবক-১০

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
আমার্ চিত্ত | আকাশ্ জুড়ে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
বলাকাদল্ | যাচেচ্ উড়ে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ||
জানি নে কোন্ | দূর্ সমুদ্র | পারে ||
= ৪+৪+২ = ১০

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
সজল্ বায়ু | উদাস ছুটে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
কোথায় গিয়ে | কেঁদে উঠে ||
= ৪ + ৪ = ৮

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
পথবিহীন্ | গহন্ অন্ধ | কারে ||
= ৪+৪+২ = ৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৪+৪), চরণশেষে মিল (জুড়ে-উড়ে), চতুর্থ-পঞ্চম চরণে ২টি করে পর্ব (৪+৪), চরণশেষে মিল (ছুটে-উঠে), তৃতীয়-ষষ্ঠ চরণে ৩টি করে পর্ব (৪+৪+২), চরণশেষে মিল (পারে-কারে)।

স্তবক ঃ ৪টি ২-পর্বের ৮-মাত্রার, ২টি ৩-পর্বের ১০-মাত্রার—এরকম ৬টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. অমূল্যধনের বিচারে পর্বের হলন্ত অক্ষরে, হলন্ত না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে—পা, দে, কা) শ্বাসাঘাত।

৩৬.৭ মূলপাঠ-৩ ঃ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

মূলপাঠের তৃতীয় অংশে ছন্দ-বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট স্তবকগুলিকে ৩টি গুচ্ছে সাজানো হবে। এ অংশের সব স্তবকেরই ছন্দরীতি কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান। কিন্তু, মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষরের মাত্রা কলাবৃত্ত রীতির বাংলা কবিতায় সাধারণভাবে ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট থাকলেও ব্রজবুলি কবিতায় এবং এর অনুসরণের কিছু কিছু বাংলা কবিতায় তা দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রার বলে গণ্য হয়েছে। তার ফলে কলাবৃত্তের মধ্যে ২টি ভাগ তৈরি হল—আধুনিক কলাবৃত্ত আর প্রাচীন কলাবৃত্ত। এ-কারণে কলাবৃত্ত রীতির স্তবকগুলির ছন্দ-বিশ্লেষণ থাকবে ৩টি ভাগে—আধুনিক কলাবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্তঃ ব্রজবুলি কবিতায় আর প্রাচীন কলাবৃত্তঃ বাংলা কবিতায়।

৩৬.৭.১ আধুনিক কলাবৃত্ত

স্তবক-১

১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ||
নূতন্ জাগা | কুন্‌জবনে ||

১ ১ ১ ১ ১ | ২ ||
কুহরি উঠে | পিক্ || = ৫+৫+৫+২ = ১৭

১ ২ ২ | ২ ১ ১ ১ |
বসন্‌তের্ | চুম্‌বনেতে |

১ ২ ২ | ২ |
বিবশ্ দশ্ | দিক্ | = ৫+৫+৫+২ = ১৭

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৫ + ৫ + ৫ + ২), চরণশেষে মিল (পিক্-দিক্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ১৭-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. এক-একটি চরণের বিস্তার ঘটেছে ২টি ছত্রে।

স্তবক-২

১ ২ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ১ ২ ||
(আমি) বিধির্ বিধান্ | ভাঙিয়াছি আমি | এমনি শক্‌তি মান্ || = ৬+৬+৬+২ = ১৫

১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ||
(মম) চরণের তলে | মরণের মার্ | খেয়ে মরে ভগ | বান্ || = ৬+৬+৬+২ = ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+২), চরণশেষে মিল (মান্-বান্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রতি চরণের শুরুতে ১টি করে অতিপর্ব রয়েছে (আমি, মম)।

২. অর্ধযতির আঘাতে 'শক্তিমান' আর 'ভগবান' শব্দদুটি ভেঙেছে।

স্তবক-৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ ||
বেলা যে পড়ে এল | জল্‌কে চল্ || = ৭ + ৫ = ১২

১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
পুরানো সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ||
কোথা সে ছায়া সখী | কোথা সে জল || = ৭ + ৭ + ৭ + ৫ = ২৬

১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ২ ||
কোথা সে বাঁধা ঘাট্ | অশথতল্ || = ৭ + ৫ = ১২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলের বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-তৃতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৭+৫), দ্বিতীয় চরণে ৪টি পর্ব (৭+৭+৭+৫), চরণশেষে মিল (চল্-জল্-তল্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১২-মাত্রার প্রথম-তৃতীয় চরণ, ৪-পর্বের ২৬-মাত্রার দ্বিতীয় চরণ—এই রকম ৩টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. দ্বিতীয় চরণের বিস্তার ঘটেছে ২টি ছত্রে।

স্তবক-৪

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ||
নিম্‌নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল্ || = ৮+৬ = ১৪

২ ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ২ ||
ঊর্ধ্বে পাষাণতট্ | শ্যাম্ শিলাতল্ || = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে (তল্-তল্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ২ চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ছোটো পয়ার (৮+৬ মাত্রার) বা লঘু পয়ার।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ||
সমুখে অজানা পথ্ | ইঙ্গিত্ মেলে দেয় দূরে || = ৮ + ১০ = ১৮

১ ১ ২ ২ ১ ১ || ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ||
সেথা যাতরার্ কালে || যাত্রীয় পাত্রটি পুরে || = ৮ + ১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১০-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি পর্ব (৮+১০), চরণশেষে মিল (দূরে-পূরে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৮-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ বড়ো পয়ার (৮+১০ মাত্রার) বা মহাপয়ার।

স্তবক-৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ |
আমি পরী অপ্সরী | = ৮ + ৭ = ১৫

২ ২ ২ ১ ||
বিদ্দ্যুৎ-পর্ণা || = ৮ + ৭ = ১৫

১ ২ ১ ১ ১ ১ |
মন্দার কেশে পরি |

১ ১ ২ ২ ১ ||
পারিজাত্-করণা || = ৮ + ৭ = ১৫

১ ১ ১ ১ ১
নেমে এনু ধরণীতে

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ধূলিময় সরণীতে

১ ১ ২ ২ ১ ১
ক্ষণিকের্ ফুল্ নিতে

২ ১ ১ ২ ১
কাঞ্চ্চন বরণা = ৮ + ৮ + ৮ + ৭ = ৩১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি-দ্বিতীয় চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৭),
তৃতীয় চরণে ৪টি পর্ব (৮+৮+৮+৭),
চরণশেষে মিল (পর্ণা-কর্ণা-বরণা)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৫-মাত্রার প্রথম-দ্বিতীয় চরণ,
৪-পর্বের ৩১-মাত্রার তৃতীয় চরণ — এই ৩টি সামিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণের বিস্তার ২টি করে ছত্রে, তৃতীয় চরণ রয়েছে ৪টি ছত্র জুড়ে।

৩৬.৭.২. ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ ব্রজবুলি কবিতায়

স্তবক-১

২ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ | ১ ১ | ১ ১ ১ | ২ ১ ২ ||
তুঙ্গমণি | মন্দিরে | ঘন | বিজুরি | সঞ্চরে = ৫+৫+৫+৫ = ২০

২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ | ২ ২ ||
মেঘরুচি | বসন | পরি | ধানা = ৫+৫+৪ = ১৯

১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ২ | ২ ১ | ১ ১ | ২ ১ ২ ||
যত যুবতী | মন্ডলী | পন্থ | মাঝে | পেখলি = ৫+৫+৫+৫ = ২০

২ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ | ২ ২ ||
কোইনহ | রাইক | স | মানা = ৫+৫+৫+৪ = ১৯

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-তৃতীয় চরণে ৪টি করে পর্ব (৫+৫+৫+৫), চরণ শেষে মিল নেই ; দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৫+৫+৪), চরণ শেষে মিল (ধান-মানা)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২০-মাত্রার অমিল প্রথম-তৃতীয় চরণ, আর ৩-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ—এই ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. তৃতীয় চরণে 'তী' 'মা' 'ঝে'—এই ৩টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, 'লি' মুক্তদল বানানে হ্রস্ব হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার।

২. চতুর্থ চরণে 'সমানা' শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

স্তবক-২

১ ১ ২ ১ ১	১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ২ ‖	= ৬+৬+৬+৪ = ২২
স্ফুট চম্পক	দলনিন্দিত	উজ্জ্বল তনু	শোভা ‖	
১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ২ ‖	= ৬+৬+৬+৪ = ২২
পদ পঙ্কজে	নূপুর বাজে	শেখর মনো	লোভা ‖	

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+৪), চরণশেষে মিল (শোভা-লোভা)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২২-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. দ্বিতীয় চরণে 'জে' 'বা' 'জে' 'নো'—এই ৪টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. 'মনোলোভা'-শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

স্তবক-৩

১ ১ ১	১ ১১১	২১	২১১	১ ১ ১	২ ১ ১	১১১১	
গগনে	অবঘন |	মেহ	দারুন |	সঘনে |	দামিনী |	চমকই ||	= ৭+৭+৭+৪ = ২৫
১১১	২ ১ ১	১১১	১১১১	১১১	১১১১	১১১১	
কুলিশ	পাতন |	শবদ	ঝনঝন |	পবন |	খরতর |	বলগই ||	= ৭+৭+৭+৪ = ২৫

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৭+৭+৭+৪), চরণশেষে মিল (কই-গই)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৫-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রথম চরণে 'গগনে'-র 'নে' আর 'সঘনে'-র 'নে'—এই ২টি মুক্তদল বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর নেই।

স্তবক-৪

২ ১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১	১ ২ ১	
মন্‌দির	বাহির |	কঠিন	কপাট ||	= ৮ + ৭ = ১৫
১ ১ ১ ১	২ ১ ১	২ ১ ১	২ ১	
চলইতে	শঙ্‌কিল |	পঙ্‌কিল	বাট ||	= ৮ + ৭ = ১৫

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে বা দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরে ২-মাত্রা। রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৭-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২ পর্ব (৮+৭), চরণশেষে মিল (পাট-বাট)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৫-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

৩৬.৭.৩. প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায়

স্তবক-১

২ ১ ২ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১		
দেশ দেশ	নন্দিত করি	মন্দ্রিত তব	ভেরী	‖	= ৬+৬+৬+৩ = ২১
২ ১ ১ ১ ১	২ ১ ২ ১	২ ১ ১ ১ ১	২ ১		
আসিল যত	বীরবৃন্দ	আসন তব	ঘেরি	‖	= ৬+৬+৬+৩ = ২১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৩-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+৩), চরণশেষে মিল (ভেরী-ঘেরি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২১-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ
১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।
২. প্রথম চরণের ‘ভেরী’ শব্দের ‘রী’ বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব, তাই ১-মাত্রার।

স্তবক-২

১ ১ ১ ২ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২		
রে সতি রে সতি	কাঁদিল পশুপতি	পাগল শিব প্রম	থেশ্	‖	= ৮+৮+৮+২ = ২৬
২ ১ ১ ১ ১ ১ ১	২ ১ ১ ১ ১ ২	১ ১ ২ ১ ১ ১ ১	২		
যোগ মগন হর	তাপস যতদিন্	ততদিন্ নাহি ছিল	ক্লেশ্	‖	= ৮+৮+৮+২ = ২৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৮+৮+৮+২), চরণশেষে মিল (থেশ্-ক্লেশ্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৬-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তবক-৩

২ ১	২ ১ ১ ১	।	২ ১	১ ১ ১	১ ১ ‖	
নীল	সিন্‌ধুজল	।	ধৌত	চরণ	তল ‖	= ৮+৮ = ১৬
১ ১ ১	১ ২ ১ ১	।	২ ১ ১	২ ১ ১ ‖		
অনিল	বিকম্‌পিত	।	শ্যামল	অন্‌চল ‖		= ৮+৮ = ১৬
২ ১ ১	২ ১ ১	‖	২ ১	১ ২ ১ ১ ‖		
অম্‌বর	চুম্‌বিত	‖	ভাল	হিমাচল ‖		= ৮+৮ = ১৬
২ ১	১ ১ ১	১ ১	।	১ ১ ‖		
শুভ্‌র	তুষার	কিরী	।	টিনী ‖		= ৮+৮ = ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্বে ২টি করে (৮+৮), চরণশেষে মিল (তল-চল-চল) চতুর্থ পর্বে ২-পর্ব (৮+২)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৬-মাত্রার সমিল ৩টি চরণ, আর ২-পর্বের ১০-মাত্রার ১টি চরণ—এইরকম ৪টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. চতুর্থ চরণে 'ষা' 'রী' 'নী' বানানে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার।

২. চতুর্থ চরণে 'কিরীটিনী' শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

৩. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তবক-৪

২ ২	২ ২	।	২ ১ ১	২ ২ ‖	
ঝর্‌না	ঝর্‌ণা	।	সুন্‌দরী	ঝর্‌ণা ‖	= ৮ + ৮ = ১৬
১ ১ ১ ১	২ ১ ১	।	২ ১ ১	২ ২ ‖	
তরলিত	চন্‌দ্রিকা	।	চন্‌দন	বর্‌ণা ‖	= ৮ + ৮ = ১৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে (হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষরে) ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, প্রতিটি পর্বই পূর্ণপর্ব।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৮), চরণ শেষে মিল (ঝর্ণা-বর্ণা)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৬-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ।

২. প্রথম চরণে 'রী' আর দ্বিতীয় চরণে 'কা'—এই ২টি মুক্তদলের হ্রস্ব উচ্চারণ।

৩৬.৮ ছন্দ-বিশ্লেষণ ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির স্তবক

স্তবক-৯

১ ২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ |
ঘরের্ বাহিরে | দণ্ডে শতবার্ |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
তিলে তিলে আইসে যায়্ || = ৬+৬+৮ = ২০

২ ১ ১১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
মন্ উচাটন | নিশ্শাস্ সঘন ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
কদম্ব কাননে চায়্ || = ৬+৬+৮= ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অতিপূর্ণ পর্বে ৮-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৩টি করে পর্ব (৬+৬+৮), চরণ শেষে মিল (যায়্-চায়্)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বে ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

স্তবক-২

১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
চিরসুখী জন্ | ভ্রমে কি কখন্ | ব্যথিত বেদন্ | বুঝিতে পারে || = ৬+৬+৬+৫ = ২৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে | কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে || =৬+৬+৬+৫= ২৩

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ('দং') ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ('জন্' 'খন্' 'দন্') ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৬+৬+৬+৫), চরণশেষে মিল (যারে-পারে্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২৩-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ শব্দের শুরুতে-থাকা একমাত্র রুদ্ধদল 'দং'-এর হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, সেই কারণেই স্তবকটির ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান হয়েছে। 'দং'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা হলে, ছন্দরীতি হত কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান, তখন 'দংশেনি যারে' পর্বটি হত ৬-মাত্রার। কিন্তু, 'বুঝিতে পারে ৫-মাত্রায় নির্দিষ্ট, অতএব সেক্ষেত্রে ছন্দ-পতন হত।

স্তবক-৩

১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১	১ ১ ১	‖	= ৮ + ৬ = ১৪
পুণ্ণ	পাপে	সুখে	দুক্খে	পতনে	উত্থানে	‖	
১ ২	১ ১ ১		২	১ ২	১ ১ ১	‖	= ৮ + ৬ = ১৪
মানুষ্	হইতে		দাও	তোমার্	সন্তানে	‖	

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দ শেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে মিল (থানে-তানে)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার ছোটো পয়ার বা লঘু পয়ার

বৈশিষ্ট্য ঃ দ্বিতীয় চরণে 'হইতে' ৩-টি মুক্তদলে (হ-ই-তে) ভাগ করে হচ্ছে।

স্তবক-৪

১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ১	১ ১ ১	‖	= ৮+৬ = ১৪
'এতক্খনে'—	অরিন্দম্	কহিলা	বিষাদে—	‖	

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
'জানিনু কেমনে আসি | লক্‌খণ্‌ পশিল || = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ||
রক্‌খঃপুরে ! হায়্‌, তাত, | উচিত্‌ কি তব || = ৮+৬ = ১৫

১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
এ কাজ্‌, নিকষা সতী | তোমার্‌ জননী, || = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), চরণশেষে মিল নেই।

স্তবক ঃ ২-পর্বে ১৪-মাত্রার অমিল ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ অমিল প্রবহমান ছোটো পয়ার বা অমিত্রাক্ষর।

বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথম-চতুর্থ চরণে অর্ধযতির সঙ্গে আর দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে পূর্ণযতির সঙ্গে ছেদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। অর্থাৎ, ভাব এ স্তবকে প্রবহমান।

স্তবক-৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন্‌ কাননে || = ৮ + ৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ২ ২ ||
একাকী দেখিনু দূরে | যুব এক্‌ জন্‌ || = ৮ + ৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ২ ||
দাঁড়ায়ে তাহার্‌ কাছে | প্রাচীন্‌ ব্রাম্‌মন্‌ || = ৮ + ৬ = ১৪

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ||
দ্রোণ যেন ভয়্‌ শূন্‌ন | কুরুক্‌খেত্‌র রনে || = ৮ + ৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (॥) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+৬), প্রথম-চতুর্থ চরণে মিল (ননে-রণে), দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে মিল (জন্-মন্)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৪-মাত্রার সমিল ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ মূলত ৮+৬ মাত্রার ছোট পয়ার। তবে, চরণশেষে মিলের ছক কখখক (নে-অন্-অন্-নে) এটি পেত্রার্কীয় বা ফরাসি চতুর্দশপদীর অষ্টকের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশের মিলের ছক। অতএব, স্তবকটি চতুর্দশপদী-বন্ধের একটি কবিতার অংশ হতে পারে।

স্তবক-৬

১ ১১ ১১১ ২ | ১১১১ ১১ ১১১১ ||
যে নদী হারায়ে যায় | অন্ধকারে রাতে নিরুদ্দেশে || = ৮ + ১০ = ১৮

১২ ১২ ২ | ১১ ১১ ১২ ১২ ||
তাহার্ চন্চল্ জল্ | স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয় || = ৮ + ১০ = ১৮

১ ২ ১১১ ২ | ১২ ১১১ ১১ ২ ||
যে মুখ মিলায়ে যায় | আবার্ ফিরিতে তারে হয় || = ৮ + ১০ = ১৮

১১১ ১২১১ | ১১২ ১২ ১২ ||
গোপনে চোখের্পরে | ব্যথিতের্ স্বপনের্ মতন্ || = ৮ + ১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১০-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব (৮+১০), দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণশেষে মিল (দয়্-হয়)।

স্তবক ঃ ২-পর্বের ১৮-মাত্রার অমিল প্রথম-চতুর্থ চরণ আর সমিল দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণ—এই ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার।

স্তবক-৭

১ ১ ২ ২ ২ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
পৃথিবীর সব্ রঙ্ | নিভে গেলে | পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন্ || = ৮+৮+৬ = ২২

১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ||
তখন্ গল্পের তরে | জোনাকির্ রঙে ঝিল্‌মিল্ || = ৮+১০ = ১৮

২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ | ১ ১ ২ ২ ২ ২ ||
সব্ পাখি ঘরে আসে সব্ নদী ফুরায় এ | জীবনের সব্ লেন্ দেন্ || = ৮+৮+১০ = ২৬

১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
থাকে শুধু অন্‌ধকার | মুখোমুখি বসিবার্ | বনলতা সেন্ || = ৮+৮+৬ = ২২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষর) শব্দের প্রথমে ১-মাত্রা, শব্দের শেষে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রার, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রার, অতিপূর্ণপূর্ব ১০-মাত্রার।

চরণ ঃ প্রথম-চতুর্থ চরণে ৩টি করে পর্ব (৮+৮+৬), দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮+১০), তৃতীয় চরণে ৩টি পর্ব (৮+৮+১০) ; প্রথম-দ্বিতীয় চরণে মিল নেই, তৃতীয়-চতুর্থ চরণ শেষে মিল (দেন্-সেন্)।

স্তবক ঃ ৩-পর্বে ২২-মাত্রার প্রথম-চতুর্থ চরণ, ২-পর্বে ১৮-মাত্রার দ্বিতীয় চরণ, ৩-পর্বে ২৬-মাত্রার তৃতীয় চরণ, অমিল প্রথম-দ্বিতীয় চরণ, সমিল তৃতীয়-চতুর্থ চরণ—এরকম ৪টি চরণের স্তবক।

ছন্দোবন্ধ ঃ দ্বিতীয় চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার।

বৈশিষ্ট্য ঃ দ্বিতীয় চরণে 'ঝল্‌মিল' শব্দটিকে ভেঙে দু-ভাগ উচ্চারণ করা হচ্ছে (ঝিল্ মিল্)। তারফলে 'ঝিল্' রুদ্ধদলটি শব্দের শুরুতে থেকেও ২-মাত্রা পাচ্ছে।

স্তবক-৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
আকাশে অসংখ্য তারা |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
চিন্‌তাহারা ক্লান্‌তিহারা |

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ |
হৃদয় বিস্‌সয়ে সারা |

১ ১ ২ ১ ১ ||
হেরি এক্ দিধি || = ৮+৮+৮+৬ = ৩০

২ ১ ১১ ১ ১১ |
আর্ যে আসে না আসে |

১১ ২ ১১১১ |
মুক্ত এই মহাকাশে |

১১ ১১ ১১১১ |
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে |

১১ ২ ১১ ||
অসীমের্ চিঠি || = ৮ + ৮ + ৮ + ৬ = ৩০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।), পূর্ণযতি (।।) ; মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে (স্বরান্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে-থাকা রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, শব্দের শেষে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

পর্ব ঃ পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ৬-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি করে পর্ব (৮+৮+৮+৬), চরণশেষে মিল (দিঠি-চিঠি)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ৩০-মাত্রার ২টি সমিল চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ একটিমাত্র পর্ব নিয়ে এক-একটি ছত্র, ৪-পর্বের এক-একটি চরণের বিস্তার ঘটেছে ৪টি ছত্রে।

৩৬.৯ অনুশীলনী—২

(প্রতিটি স্তবকের ছন্দ-বিশ্লেষণ করার পর পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে ছন্দরীতির নাম মিলিয়ে দেখুন। ছন্দরীতি মিলে গেলে মূলপাঠ-৪ এর একই ছন্দরীতির স্তবকের ছন্দ-বিশ্লেষণ পাশে রেখে ছন্দলিপি আর প্রতিটি তথ্য পরপর মিলিয়ে নিন।)

ছন্দ-বিশ্লেষণ করুন—

১. ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরমা।

২. "এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ করবো তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।"

৩. আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।

৪. কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীবর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

৫. সকলের ছোটো বন চলে যায় ছোটো ছোটো হাতে
কমলালেবুর গুচ্ছ নিয়ে। আমি আধখানা বই
কোলের উপর রেখে ঈক্ষণ করেছি জানালাতে।
এখন আমার জ্বর কমে গিয়ে সাতানব্বই।

৬. নীরবে দেখাও আঙ্গুলি তুমি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে,
কী আছে হোথায় চলেছি কিসের অন্বেষণে।

৭. তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি,
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তোমার তৃষাকাতর আপন আঁখি।

৮. মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁয় অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

৯. ঠাকুরমার দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে।
ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঁঠালের ছায়ে ;
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ-চক্র পায়ে।

১০. ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

১১. পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে !
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

১২. দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে
ছায়ার মতো চরণ-দেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

১৩. আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

১৪. তাই আজ শুনতেছি তরুর মর্মরে
এক ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।

১৫. ছিঁচ্‌কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঁঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে ;

১৬. ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সম সুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে ভাবি ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়।

১৭. দিনান্তের চিতাবহ্নি নিবিল আকাশপটে ; উন্মুক্ত চিকুরে
মূর্ছিয়াছে সন্ধ্যাসতী। ধীরে ধীরে শব্দহীন ওষ্ঠ দুটি স্ফুরে।

১৮. খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার ;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুঝে খায় সে।

১৯. আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলাম বিলাত,
নাই-বা পেলাম রাজার খিলাত—
যদি পরজন্মে পাইরে হতে ব্রজের রাখাল-বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক॥

২০. অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি।
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।

২১. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

২২. তোমার মাপে হয় নি সবাই, তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মরো কারও ঠেলায়, কেউ বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে এমনি কিসের টানাটানি।
তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

২৩. 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

২৪. কিংশুক কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিনী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে,
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

২৫. শ্যামশুকপাখি সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥

২৬. তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন,
আপনাদেরই গোপন সে গান।
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি ;
আমাদের আর কেন শোনান !

২৭. কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা।

২৮. তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন ওরে আমার শুয়াপাখি,
আমি অন্তরে থেকে আমারে দিতেছ ফাঁকি।

২৯. ওই সিন্ধুর টিপ সিংহলদ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গোর বাস, তাম্বুল-বন কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিঃশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

৩০. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

৩৬.১০ গ্রন্থ-নির্দেশ

১. প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা—পৃ-২, ৩, ৭, ৯-২৪, ২৯, ৩০, ৩২, ৭৮-৮০, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ৯০-১৬৪, ২৮৬-৮৮।

২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—পৃ- ১১৯-২৭।

৩. পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ — পৃ-১৬৪-৭৮।

৩৬.১১ উত্তর-সংকেত

[এই পর্যায়ের ৪টি এককে ছড়ানো মোট ৯টি অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নাবলির উত্তর-সংকেত পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য রাখবেন, এর মধ্যে বেশির ভাগই (বিশেষ করে বড়ো আর মাঝারি মাপের প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে) কেবল সংকেত, পুরো প্রশ্নোত্তর অবশ্যই নয়। মূলপাঠের কোন অংশে আপনার তৈরি-করা উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, পৃষ্ঠার উল্লেখ করে সরাসরি তার হদিস দেবে এই সংকেতগুলি। বিষয়মুখী প্রশ্নের (objective type) পুরো উত্তর অবশ্য সংকেত থেকেই পাবেন। সেই কারণে তার পাশে মূলপাঠের পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকবে না।]

৩৩.৫ অনুশীলনী—১

১. (ক) **ছন্দ ঃ** কথার উচ্চারণ আর বিরামের বিশেষ শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসা (১.৩.১ ছন্দ/পৃ-)।
দল ঃ একবারের চেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি (১.৩.৩ অক্ষর, দল/পৃ.)
মাত্রা ঃ দল-উচ্চারণের মাপ। (১.৩.৪ মাত্রা, কলা/পৃ-)

(খ) **বর্ণ আর ধ্বনি ঃ** বর্ণ লেখায় ব্যবহারের চিহ্ন, ধ্বনি ওই বর্ণের উচ্চারিত রূপ। (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)
মাত্রা আর কলা ঃ মাত্রা দল-উচ্চারণের কালপরিমাণ, কলা দলের ধ্বনিপরিমাণ। (১.৩.৪ মাত্রা, কলা/পৃ)
ছেদ আর যতি ঃ ছেদ অর্থ-বোঝা আর দম-রাখার জন্য অনিয়মিত থামা, যতি ছন্দের তালে তালে নিয়মিত থামা। (১.৩.৫ ছেদ, যতি/পৃ-)

২. (ক) বর্ণের ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বরবর্ণ, খণ্ডস্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ।
ধ্বনিরও ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বরধ্বনি, খণ্ডস্বরধ্বনি, রুদ্ধস্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি। (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)

(খ) বর্ণের ২টি শ্রেণি—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ।
ধ্বনিরও ২টি শ্রেণি—স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ; স্বরধ্বনির ২টি ভাগ—মৌলিক, যৌগিক, (১.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি/পৃ)

(গ) প্রবোধচন্দ্র—মুক্তদল, রুদ্ধদল।
অমূল্যধন—স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর। (১.৩.৩ অক্ষর, দল/পৃ-)

৩. (ক) মুক্তদল, রুদ্ধদল, মুক্তস্বর, রুদ্ধস্বর।

(খ)
(i) ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বাদ্-লা হাও-য়ায় ম-নে প-ড়ে ছে-লে-বেলার্ গান্

(ii) ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২
সান্-ধ্য ব-সুন্-ধ-রা তন্-দ্রা হা-রায়্

(iii) ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২
ঝর্-ণা ঝর্-ণা সুন্-দ-রী ঝর্-না

(iv) ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
বৈ-রাগ্-গ্য সা-ধ-নে মুক্-তি সে আ-মার্ নয়্

(গ) (i) কন্টক গাড়ি ক । মল সম পদ তল।
মঞ্জীর চীর হি। ঝাঁপি॥

(ii) আমরা দুজনা । স্বর্গ-খেলনা । গড়িব না ধরণীতে॥
মুগ্ধ ললিত । অশ্রুগলিত ॥ গীতে

(iii) হাজার বছর ধরে । আমি পথ হাঁটিতেছি। পৃথিবীর পথে॥

(iv) যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার। বিয়ে॥

(ঘ) (i) বর্ণ, ধ্বনি।

(ii) অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, দলের ধ্বনিপরিমাণ।

(iii) হ্রস্ব দলের।

(iv) যতির।

(v) ছেদ।

৩৩.৮ অনুশীলনী—২

১. (ক) **পর্ব ঃ** পরপর ২টি যতির (অর্ধযতি বা পর্বযতি পূর্ণযতি) মাঝখানে-থাকা ছত্রখণ্ড (১.৬.১ পর্ব, পদ/পৃ)।

চরণ ঃ পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগ। (১.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি/পৃ-)

স্তবক ঃ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলার বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণের গুচ্ছ। (১.৬.৪ স্তবক, শ্লোক/পৃ-)

(খ) **পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব ঃ** পূর্বাঙ্গ অমূল্যধনের পর্বের ভাগ, উপপর্ব প্রবোধচন্দ্রের পর্বের ভাগ। দুজনের পর্ব যেখানে ছোটোবড়ো, পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সেখানে ছোটোবড়ো (১.৬.২ পূর্বাঙ্গ, উপপর্ব/পৃ)

পর্ব আর পদ ঃ পর্ব পর্বযতি দিয়ে তৈরি ছত্রখণ্ড, পদ পদযতি দিয়ে তৈরি ছত্রখণ্ড। পদ সবসময়ই প্রবোধচন্দ্রের পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের, অমূল্যধনের পর্ব যেখানে প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, সেখানে পদ তাঁর পর্বের চেয়েও বড়ো। (১.৬.১ পর্ব, পদ/পৃ)

চরণ আর পঙ্‌ক্তি ঃ কোনো কোনো ছত্রের শেষে অমূল্যধন পূর্ণযতি মানলেও প্রবোধচন্দ্রর মানেন না। ফলে, সেই পদ্যাংশে অমূল্যধনের চরণের তুলনায় প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি মাপে বড়ো হয়ে যায়। (১.৬.৩ পর্ব, পদ/পৃ)

(গ) **অর্ধযতি ঃ** অমূল্যধনের অর্ধযতি ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে, চিহ্ন (।), প্রবোধচন্দ্রের অর্ধযতি (বা পদযতি) ছত্রকে পদে পদে ভাগ করে, চিহ্ন (।।)। এই দু-ধরনের অর্ধযতি মিলে যায় কেবল একটি জায়গায়, যেখানে অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ মাপে সমান। (১.৬.১ পর্ব পদ/পৃ)

পূর্ণযতি ঃ দুজনের কাছেই এর অর্থ পুরো থামা, এর কাজ পদ্যের সবচেয়ে বড়ো ছন্দ-বিভাগ দেখানো। প্রবোধচন্দ্রের সব পূর্ণযতি অমূল্যধনের কাছেও পূর্ণযতি। কিন্তু, অমূল্যধনের কোনো কোনো পূর্ণযতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে পদযতি। (১.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি/পৃ)

পর্ব ঃ দলবৃত্তে (শ্বাসাঘাতপ্রধান), ৪-মাত্রার, কলাবৃত্তে (ধ্বনিপ্রধান) ৫, ৬, ৭-মাত্রার, মিশ্রবৃত্তে (তানপ্রধান) ৬-মাত্রার, পূর্ণপর্ব অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক। কিন্তু, অমূল্যধনের ৮-মাত্রার পর্ব (কলাবৃত্তে, মিশ্রবৃত্তে) প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৪+৪ মাত্রার ২টি পর্ব, অমূল্যধনের ১০ মাত্রার (মিশ্রবৃত্তে) প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৪ + ৪ + ২ মাত্রার ৩টি পর্ব। (দৃষ্টান্ত দিন)

স্তবক ঃ অমূল্যধনের মতে স্তবকের চরণ-সংখ্যা ২ থেকে ৮, বা তার বেশি। প্রবোধচন্দ্রের মতে স্তবকের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৫ বা তার বেশি। পঙ্‌ক্তি হয় চরণের সমান, না-হয় চরণের চেয়ে বড়ো। অতএব, প্রবোধচন্দ্রের যে-কোনো স্তবক অমূল্যধনের কাছেও স্তবক হিসেবে গণ্য, কিন্তু, অমূল্যধনের ছোটো আয়তনের স্তবক (২ থেকে ৪-চরণের স্তবক তো বটেই) প্রবোধচন্দ্রের কাছে স্তবক বলে গণ্য নয় (শ্লোক)। (১.৬.৪ স্তবক, শ্লোক/পৃ)

২. (ক)

(i) ২ ২ : ২ ১ ১ | ২ ১ : ১ ২ ||
আম্‌রের্ : মন্ জরী | গন্ধ : বিলায়্ || = (৪ + ৪) + (৩ + ৩)

(ii) ২ ২ | ২ ১ ১ || ২ ১ ১ ২
আম্ : রের্ | মন্ : জরী || গন্ধ : বিলায়্ = (৪ + ৪) + (৩ + ৩)

(iii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ সমান মাপের (৮, ৬) ; অমূল্যধনের প্রথম-দ্বিতীয় পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের প্রথম-দ্বিতীয় পর্ব সমান মাপের (৪-মাত্রার) ; অমূল্যধনের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের দ্বিতীয় পদের অন্তর্গত ২টি উপপর্ব সমান মাপের (৩-মাত্রার) ; পুরো ছত্রটি অমূল্যধনের চরণ এবং প্রবোধচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি (১৪-মাত্রার)।

(খ) (i) ওপরের ছন্দ-বিভাগদুটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পর্ব সমান (৬-মাত্রা), পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান (৩-মাত্রা, ২-মাত্রা), চরণ আর পদ সমান (১১-মাত্রা), পঙ্‌ক্তি অনেক বড়ো (১১+১১+১১+৮)।

(iii) অমূল্যধনের পর্ব আর প্রবোধচন্দ্রের পদ সমান মাপের (৮, ৬) ; অমূল্যধনের প্রথম-দ্বিতীয় পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রের প্রথম-দ্বিতীয় পর্ব সমান মাপের (৪-মাত্রার) ; অমূল্যধনের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বাঙ্গ আর প্রবোধচন্দ্রে দ্বিতীয় পদের অন্তর্গত ২টি উপপর্ব সমান মাপের (৩-মাত্রার) ; পুরো ছত্রটি অমূল্যধনের চরণ এবং প্রবোধচন্দ্রে পঙ্‌ক্তি (১৪-মাত্রার)।

(গ)

(i) ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
আমি হব না ভাই | নববঙ্গে | নবযুগের্ | চালক্ || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

অতিপর্ব—আমি, অপূর্ণপর্ব—চালক্ (২-মাত্রার)।

(একই ভাবে বাকি ২টি দৃষ্টান্ত মিলিয়ে নিন।)

৩. (ক) i) যতি ; ii) পর্ব, অর্ধযতি, iii) পর্ব, পর্বযতি ; iv) চরণ পূর্ণযতি ; v) পদ, পদযতি ; vi) (ঃ) (ঃ)। vii) স্তবক, শ্লোক (চতুষ্ক) ; viii) ২ থেকে ৮টি, কমপক্ষ ৫টি ;

(খ) অমূল্যধনের পর্বে যতি পড়ে না, প্রবোধচন্দ্রের পর্বে যতি পড়ে, ছন্দ-বিভাগের নাম উপপর্ব।

৩৩.১১ অনুশীলনী—৩

১. (ক) **তান ঃ** ধ্বনির সঙ্গে মিশে-থাকা অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে ওঠা টানা সুর। (১.৯.৩ তান, মিল/পৃ)।

মিল ঃ একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসা। (১.৯.৩ তান, মিল/পৃ-)

(খ) **শ্বাসাঘাত আর প্রস্বর ঃ** 'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে—প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), হলন্ত অক্ষর না থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, প্রস্বর পড়ে যেকোনো কবিতার স্তবকে—প্রতি পর্বের প্রথম দলে (অক্ষরে)। (১.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর/পৃ)

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঃ রুদ্ধদলের উচ্চারণে সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, প্রসারণের নাম বিশ্লেষ।
(১.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ/পৃ)

২. ১.৯.৩ তান, মিল/পৃ-তে দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৩. (ক)

i)

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১ ১	॥
এ পার্ গঙ্ গা	ওপার গঙ্গা	মধ্যিখানে চর্	॥
১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ॥
তারি মধ্ধ্যে	বসে আছেন্	শিবু সদা	গর্ ॥

ii), iii), iv) একই পদ্ধতিতে করা হল কিনা দেখুন প্রতি পর্বের হলন্ত অক্ষরে, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে/চিহ্ন

(খ)

i)

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ॥
কোথায়্ ফলে	সোনার্ ফসল্	সোনার্ কমল্	ফোটে রে ॥

ii)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২	২ ১ ১ ২	১ ১ ॥
সমুখে অজানা পথ্	ইঙ্গিত্ মেলে দেয়্	দূরে ॥

iii)

১ ২ ২ ১	১ ১ ১ ২ ১	১ ১ ২ ২	১ ১ ॥
রাজার্ হস্ত	করে সমস্ত	কাঙালের্ ধন্	চুরি ॥

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ॥	
হে আদিজননী সিন্ধু	বসুন্ধা সন্তান্ তোমার ॥	

৩৪.৫ অনুশীলনী—৩

১. (ক) **দলবৃত্ত ঃ** যে-রীতির ছন্দের প্রতি দলে ১-মাত্রা (মুক্ত রুদ্ধ যাই-ই হোক)।
(২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান/পৃ-)

কলাবৃত্ত ঃ যে-রীতির ছন্দে কলা-ই মাত্রা (মুক্তদল ১-কলায় ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-কলায় ২-কলায় ২-মাত্রা) (২.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান/পৃ-)

মিশ্রবৃত্ত ঃ যে-রীতির ছন্দে দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত—দুই স্বভাবের মিশ্রণ ঘটে (মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ও ২-মাত্রা)। (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃ)

(খ) **শ্বাসাঘাতপ্রধান ঃ** প্রতিপর্বে শ্বাসাঘাত থাকে বলে। (২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান/পৃ)

ধ্বনিপ্রধান ঃ অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান এবং ধ্বনির হিসেব নির্দিষ্ট বলে।

(২.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান/পৃ)

তানপ্রধান ঃ সুরের টান বা তান-ই বিশেষ লক্ষণ বলে। (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃ)

১. (ক) **দলবৃত্ত ঃ** মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

আধুনিক কলাবৃত্ত ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

প্রাচীন কলাবৃত্ত ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

মিশ্রবৃত্ত ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে-থাকা

রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, শব্দশেষের রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

(খ) i) ছন্দরীতি—আধুনিক কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান (২.৩.২ কলাবৃত্ত বা /ধ্বনিপ্রধান—পৃষ্ঠায় দেওয়া) দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

ii) ছন্দরীতি—দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধা (২.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান পৃষ্ঠায় দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

iii) ছন্দরীতি—মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান (২.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান/পৃষ্ঠায় দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিন)।

(গ) **পূর্ণপর্বের মাত্রাসংখ্যা (সাধারণত)**

	দলবৃত্ত/শ্বাসাঘাতপ্রধান	কলাবৃত্ত/ধ্বনিপ্রধান	মিশ্রবৃত্ত/তানপ্রধান
প্রবোধচন্দ্র	৪, ৭	৪, ৫, ৬, ৭	৪, ৬
অমূল্যধন	৪	৫, ৬, ৭, ৮	৬, ৮, ১০

৩. (ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান, মিশ্রবৃত্ত, ধ্বনিপ্রধান।

(খ) দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধানে।

(গ) কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধানে।

(ঘ) মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধানে।

(ঙ) প্রাচীন কলাবৃত্তে।

৩৫.৫ অনুশীলনী—১

১. (ক) মহাপয়ার ঃ ৮ + ১০ মাত্রার পর্ববিন্যাসে তৈরি চরণ বা ৮ + ১০ মাত্রার পদ বিন্যাসে তৈরি পঙ্‌ক্তির ছন্দোবন্ধ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)

অপ্রবহমান পয়ার ঃ ৮ + ৬ মাত্রার যে সমিল পয়ারের ২টি চরণে ভাব আবদ্ধ, তার নাম। (৩.৩পৃ)

(খ) মিল—সমিল বা অমিল, প্রবহমান হবে দু-রকম পয়ারই।

পার্থক্য—প্রবহমান পয়ারের প্রতিটি চরণ একটিমাত্র ছত্রের ৮+৬ বা ৮+১০-এ নির্দিষ্ট, মুক্তক পয়ারের একটি মাত্র চরণ ৮+৬ বা ৮+১০ মাত্রার হলেও চলে, বাকি সব চরণের মাপ অনির্দিষ্ট, একটি চরণ নানাছত্রে টুকরো টুকরো হতে পারে। (৩.৩ পয়ার/পৃ)

২. (ক) আপনার দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি মিলিয়ে নিন ৩.৩ পয়ার/পৃ তে দেওয়া দৃষ্টান্তের সঙ্গে।

(খ) আয়তনের দিক থেকে—ছোটো পয়ার, বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার ;

ছন্দরীতির দিক থেকে—দলবৃত্ত পয়ার, কলাবৃত্ত পয়ার, মিশ্রবৃত্ত পয়ার ;

গতিভঙ্গির দিক থেকে—অপ্রবহমান পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক পয়ার।

প্রবহমান আর মুক্তক পয়ার সমিল হতে পারে, অমিল হতে পারে। (মোট ১০টি রূপ)

৩. (ক) i) আছে, ভাব দ্বিতীয় চরণে অসম্পূর্ণ। শুরুতে প্রশ্ন, শেষে প্রশ্নচিহ্ন নয়, অর্ধচ্ছেদের চিহ্ন।

ii) নেই, ভাব প্রতিটি চরণেই সম্পূর্ণ। প্রতিটি চরণের শেষেই পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন।

(খ) i) কলাবৃত্ত মহাপয়ার।

ii) দলবৃত্ত পয়ার।

iii) কলাবৃত্ত পয়ার।

iv) সমিল প্রবহমান মহাপয়ার।

৩৫.৮ অনুশীলনী—২

১. ৩.৬ অমিত্রাক্ষরে/পৃ-তে দেওয়া ৪টি গুণ দেখিয়ে দিন।

২. (ক) না, ভাব প্রবহমান নয়। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(খ) হ্যাঁ, ৪টি গুণই রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(গ) না, অন্তমিল রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(ঘ) হ্যাঁ, ৪টি গুণই রয়েছে। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

৩. (প্রথমে প্রতিটি ছত্রে যতিচিহ্ন বসিয়ে নিন। তারপর দেখুন কোথায় কোথায় ছেদচিহ্ন আছে, আন্দাজ করুন ছেদচিহ্ন না থাকলেও কোথায় ছেদ থাকা সম্ভব। উদ্ধৃত পয়ার-স্তবকে ৮ আর ১৪ মাত্রার পরে যতি নির্দিষ্ট। অতএব, ৮ বা ১৪ মাত্রার পর ছেদ থাকলে হবে ছেদ-যতির মিলন, ছেদ না থাকলে বিচ্ছেদ। আবার ৮ বা ১৪ মাত্রার বাইরে ছেদ থাকলে সেখানেও হবে বিচ্ছেদ।)

১ম ছত্রে—৮ আর ১৪ মাত্রার পর মিলন।

২য় ছত্রে—৪, ৮, ১৪ মাত্রার পর বিচ্ছেদ।

৩য় ছত্রে—৮ মাত্রায় মিলন, ১৪ মাত্রায় বিচ্ছেদ।

৪র্থ ছত্রে—৮ মাত্রায় মিলন।

২য় আর ৩য় ছত্রে ১৪ মাত্রার পরে অর্থাৎ চরণশেষে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, এর অর্থ প্রবহমানতা আছে। চরণশেষেও মিল নেই। অতএব স্তবকটি অমিল প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)

৩৫.১১ অনুশীলনী—৩

১. সরল অর্থ ১৪টি পদ বা চরণ দিয়ে তৈরি কবিতা। কিন্তু 'চতুর্দশপদী'র আরও ৪টি শর্ত পূরণ করতে হয়। অতএব, নামটি সনেট-জাতীয় কবিতার পুরো পরিচয়ের আভাস দেয় না। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

স্তবক-গঠন ঃ

২. (ক) পেত্রার্কীয়—অষ্টক-ষট্‌ক ;

ফরাসি—অষ্টক—যুগ্মক—চতুষ্ক ;

সেক্‌স্‌পিরীয়—চতুষ্ক-চতুষ্ক-চতুষ্ক-যুগ্মক। (৩. ৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

মিল ঃ

(গ) পেত্রার্কীয়—কখখক-কখখক চছজ-চছজ ;

ফরাসি—কখখক-কখখক গগ চছচছ ;

সেক্‌সপিরীয়—কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

৩. (ক) i) কখখক—পেত্রার্কীয় বা ফরাসি অষ্টকের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ।

ii) কখকখ—সেক্‌স্‌পিরীয় চতুষ্ক।

iii) গগ বা চচ — ফরাসি বা সেক্‌স্‌পিরীয় যুগ্মক।

(খ) i) সনেট

ii) চোদ্দ, ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কো, ষোলো, ক্লেঁসে মারো, সতেরো, সেকসপিয়ার।

৩৫.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

১. (ক) **পয়ার ঃ** মূলত ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসে তৈরি সমিল ছন্দোবন্ধ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)
অমিত্রাক্ষর ঃ চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)
চতুর্দশপদী ঃ মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার বা মহাপয়ারের ১৪টি চরণ দিয়ে তৈরি কবিতা যার স্তবক-গঠন আর মিলবিন্যাস হবে নির্দিষ্ট য়ুরোপীয় ছকে। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

(খ) **ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ ঃ** ছন্দরীতি ছন্দের প্রকৃতি—নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, ছন্দোবন্ধ ছন্দের আকৃতি—নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। (৩.২ প্রস্তাবনা/পৃ)

অপ্রবহমান পয়ার আর অমিত্রাক্ষর ঃ

অপ্রবহমান পয়ারে ভাবের প্রবহমানতা নেই, চরণশেষে মিল রয়েছে ; অমিত্রাক্ষরে ভাবের প্রবহমানতা আছে, চরণশেষে মিল নেই। (৩.৩ পয়ার/পৃ, ৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ-)

(গ) **পয়ার ঃ** ২টি চরণ, অন্ত্যমিল, চরণে ২টি পর্ব, পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। (৩.৩ পয়ার/পৃ)
অমিত্রাক্ষর ঃ ছত্র-চরণ সমান, চরণ ৮+৬ মাত্রার, ভাবের প্রবহমানতা, অন্ত্যমিল না থাকা। (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)
চতুর্দশপদী ঃ ১৪-চরণ, পয়ারের চরণ, মিশ্রবৃত্ত রীতি, স্তবক-গঠন আর মিলের নির্দিষ্ট ছক। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ)

২. (ক) মুক্তক পয়ার ; ৩-রকম মাপের ৪টি চরণ দিয়ে তৈরি প্রবহমান পয়ারের স্তবক। (৩.৩ পয়ার/পৃ)

(খ) চতুর্দশপদীর স্তবকের অংশ ; মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারে মিলের ছক কখখক, পেত্রার্কীয় বা ফরাসি অষ্টকের অংশ। (৩.৯ চতুর্দশপদী/পৃ-)

(গ) অমিত্রাক্ষর ; ছত্র জুড়ে থাকা ৮+৬ মাত্রার পয়ার-চরণে ভাব প্রবহমান, অন্ত্যমিল নেই (৩.৬ অমিত্রাক্ষর/পৃ)

(ঘ) সমিল প্রবহমান দলবৃত্ত মহাপয়ার ; অন্ত্যমিল আর প্রবহমান ভাব নিয়ে দলবৃত্ত রীতিতে লেখা ৮+১০ মাত্রার ৪টি চরণ। (৩.৩ পয়ার/পৃ-)

৩৬.৫ অনুশীলনী-১

১. (ক) কবিতার ছন্দ, ছন্দের উপাদান রীতি ছন্দোবন্ধ, এ সব বিষয়ে প্রাথমিক তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে কবিতার স্তবকে তার প্রয়োগ করাই আসলে ছন্দ-বিশ্লেষণ। কবিতার স্তবকে সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করে এবং তা থেকে কিছু আবশ্যক তথ্য বের করে নিয়ে তালিকাবদ্ধ করেই স্তবকের ছন্দ-পরিচয় তৈরি করতে হয়। এরই নাম ছন্দ-বিশ্লেষণ।

(খ) প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতিচিহ্ন (।), পদযতিচিহ্ন (।।), ১-মাত্রা (.), ২-মাত্রা (-), প্রস্বর-চিহ্ন (/)।
অমূল্যধনের অর্ধযতিচিহ্ন (।), পূর্ণযতিচিহ্ন (।।), ১-মাত্রা (০, ‿, /), ২-মাত্রা (॥, —, ঃ), শ্বাসাঘাত-চিহ্ন (/)।

(গ) **প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতির অসুবিধা ঃ**

ছত্রশেষে যতিচিহ্ন থাকে না বলে পঙ্‌ক্তি চেনার সমস্যা, পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝখানে পদযতির সঠিক জায়গা চেনার সমস্যা, পর্বের শেষ দলে ১-মাত্রার চিহ্ন না-থাক, প্রতি পর্বের প্রথম দলে প্রস্বর-চিহ্নের একঘেয়েমি, মাত্রা-চিহ্ন নানাদিকে ছড়ানো—দলের মাথায়, দলের পাশে, রুদ্ধদলের মাঝখানে।

অমূল্যধনের পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

স্বরাক্ষ অক্ষরের (মুক্তদল) শ্বাসাঘাত নির্দিষ্ট নয়, ২-রকমের মাত্রা বোঝাতে ৬-রকমের চিহ্ন ব্যবহার।

(ঘ) প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতি থেকে নেওয়া হল ২টি মাত্রা চিহ্নের ধারণা, ৪টি পরিভাষা—দল, দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত। অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে নেওয়া হল অর্ধযদি-পূর্ণযতির চিহ্ন, ৬টি পরিভাষা—অক্ষর, শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চরণ, স্তবক। পর্বের মাপও অমূল্যধনের পর্বের মতো।

প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতি থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পদযতিচিহ্ন, মাত্রাচিহ্ন, প্রস্বর-চিহ্ন, ৪টি পরিভাষা—'পদ', পঙ্‌ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর। অমূল্যধনের পদ্ধতি থেকে ছাড়া হল মাত্রাচিহ্ন, শ্বাসাঘাত-চিহ্ন, ১টি পরিভাষা—শ্বাসাঘাত।

(ঙ) ছন্দ-বিশ্লেষণের মূলত ২টি ধাপ,—ছন্দলিপি আর তথ্য-তালিকা তৈরি করা। ছন্দলিপি তৈরির ধাপে ৬-দফা কাজ—দল বা অক্ষর সাজানো, যতিচিহ্ন বসানো, দল বা অক্ষর চেনা। (কোনটা মুক্ত বা স্বরান্ত, কোনটা রুদ্ধ বা হলন্ত), দল বা অক্ষরের মাত্রা ঠিক করা (কোনটা ১-মাত্রার, কোনটা ২-মাত্রার), কোন পর্বে কটি মাত্রা আর কোন চরণে কটি পর্ব—চরণের ডানদিকে তা লিখে ফেলা, সংকেত-চিহ্নের পরিচয় দেওয়া। এরপর ছন্দলিপি থেকে এই কটি তথ্য বের করে নিয়ে নীচে তৈরি করা ছকে পর পর লিখতে হয়—মাত্রারীতি, ছন্দরীতি, পর্ব, চরণ, স্তবক, ছন্দোবন্ধ (স্পষ্ট বোঝা গেলে) আর বৈশিষ্ট্য (উল্লেখ করার মতো হলে)।

২. (ক) (।) অমূল্যধনের অর্ধযতিচিহ্ন বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতিচিহ্ন ;

(-) প্রবোধচন্দ্রের ২-মাত্রার চিহ্ন ;

(/) অমূল্যধনের শ্বাসাঘাত-চিহ্ন বা প্রবোধচন্দ্রের প্রস্বর-চিহ্ন ;

(ঃ) অমূল্যধনের ২-মাত্রার একটি চিহ্ন (ধ্বনিপ্রধান আর তানপ্রধান রীতিতে শব্দের শেষে-থাকা হলন্ত অক্ষরের মাত্রাচিহ্ন)।

(খ) i) দুর্‌দান্‌ত পাণ্‌ডিত্‌ত্যপূর্‌ণ দুস্‌সাদ্‌ধ্য সিদ্‌ধ্যান্‌ত

ii) জলসিঞ্‌চিত ক্ষিতিসৌরভ (খিতিসউরভ) রভসে

iii) অনাথপিণ্‌ডদ কহিলা অম্‌বুদনিনাদে

(গ) i) দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান।

ii) প্রাচীন কলাবৃত্ত।

iii) মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

iv) কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান।

৩৬.৯ অনুশীলনী-২

(কেবল ছন্দরীতির নাম দেওয়া হল।)

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—২, ৭, ১২, ১৫, ১৯ষ ২২, ২৬, ২৮।

আধুনিক কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—১, ৩, ৬, ১১, ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২৪, ২৯।

প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং—৪, ১০, ২৭।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতি ঃ

স্তবক নং— ৫, ৮, ৯, ১৪, ১৭, ২১, ২৩, ২৫, ৩০।